মূল বইয়ের অতিরিক্ত অংশ

অধ্যায়: ৩

পরীক্ষায় কমন পেতে আরও প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ▶১ জনাব সিরাজুল ইসলাম একটি কমিশনের প্রধান। এ কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে মুসলিম বিবাহবিষয়ক আইন প্রণয়ন করা। তার কমিশন কুরআন ও হাদিসের আলোকে একটি আইনের খসড়া তৈরি করে সংসদে পাঠায় এবং সেটি আইনে পরিণত হয়। *◀ শিখনফল-১*

ক. যুক্তরাজ্যের আইন কীসের ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে? ১

খ. আন্তর্জাতিক আইন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব সিরাজুল ইসলামের কমিশনের আইনের উৎস কী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উৎসটি ছাড়াও আরো অনেক আইনের উৎস থেকে আইন প্রণয়ন করা হয়— কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তরাজ্যের আইন প্রথার ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে।

খ এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক রক্ষার জন্য যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয়, তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে।

বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সাথে কেমন আচরণ করবে, এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের সাথে কেমন ব্যবহার করবে, কীভাবে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান করা হবে তা আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়।

গ উদ্দীপকের জনাব সিরাজুল ইসলামের কমিশনের আইনের উৎস হলো ধর্ম।

ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মগ্রন্থ আইনের অন্যতম উৎস। সকল ধর্মের কিছু অনুশাসন রয়েছে, যা ঐ ধর্মের অনুসারীরা মেনে চলে। এসব অনুশাসন সমাজ জীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করতে সহায়তা করে। ফলে এসব ধর্মীয় অনুশাসনের অনেক কিছুই পরবর্তীতে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভের মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়। যেমন— মুসলিম বিবাহ ও পারিবারিক আইন, হিন্দু আইন প্রভৃতি।

উদ্দীপকে আইনের উৎস হিসেবে ধর্মের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, জনাব সিরাজুল ইসলামের কমিশন কুরআন ও হাদিসের আলোকে মুসলিম বিবাহবিষয়ক আইনের খসড়া তৈরি করে সংসদে পাঠায়, যা পরে আইনে পরিণত হয়। এখানে আইনের উৎস হিসেবে কাজ করেছে ধর্ম। ধর্ম আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। মানুষ অন্যান্য আইনের তুলনায় ধর্মীয় বিধি-বিধানগুলো যথাযথভাবে পালনের চেষ্টা করে। পৃথিবীর অনেক দেশের আইনের মূল ধারাগুলো ধর্মীয় বিধানের আলোকে গড়ে ওঠেছে। আমাদের দেশের পারিবারিক ও সম্পত্তি আইনের অনেকগুলো ধারা ইসলাম ও হিন্দুধর্মের বিধান থেকে এসেছে।

তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের জনাব সিরাজুল ইসলামের কমিশনের আইনের উৎস হলো ধর্ম।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত উৎসটি অর্থাৎ ধর্ম ছাড়াও আইনের আরো কিছু উৎস রয়েছে।

উদ্দীপকে কুরআন ও হাদিসের আলোকে মুসলিম বিবাহবিষয়ক আইন প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, উদ্দীপকে আইনের উৎস হিসেবে ধর্মকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে ধর্ম ছাড়াও আইনের আরও অনেক উৎস রয়েছে। যেমন- প্রথা, আইনবিদদের গ্রন্থ, বিচারকের রায়, ন্যায়বোধ, আইনসভা, জনমত প্রভৃতি আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে কাজ করে। এসব উৎস থেকে উৎসারিত নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধানই সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়।

দীর্ঘকাল যাবৎ সমাজে চলে আসা প্রথা রাষ্ট্রীয় অনুমোদনের মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়। বিচারকরা কোনো মামলার বিচারকাজ সম্পাদন করতে গিয়ে আইন সংক্রান্ত সমস্যায় পড়লে আইনবিশারদদের বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থের সাহায্য নেন। যা পরবর্তীতে আইনে পরিণত হয়। অনেক মামলা উত্থাপিত হয় যা সমাধানের কোনো আইন থাকে না। তখন বিচারকরা নিজেদের বিবেক দ্বারা উক্ত মামলার বিচারকাজ পরিচালনা করেন, যা পরে আইনে পরিণত হয়। আধুনিককালে আইনসভা আইনের প্রধান উৎস হিসেবে পরিগণিত। জনমতের সাথে সংগতি রেখে বর্তমানে অনেক দেশের আইনসভা আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করছে।

উপরের আলোচনায় এটি স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়, ধর্ম ছাড়াও আইনের আরো অনেক উৎস রয়েছে।

প্রশ্ন ▶২ সাইবার অপরাধ রোধ করার জন্য জনাব 'ক' জাতীয় সংসদে একটি বিল উপস্থাপন করেন। বিলটি আলোচনা পর্যায়ে থাকাকালীন একটি সাইবার অপরাধ ঘটে। বিষয়টি নিয়ে একটি মামলা হয়। জনাব 'খ' কোনো আইন না থাকায় নিজের প্রজ্ঞা ও বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে অপরাধীকে সাজা প্রদান করেন। *◀ শিখনফল-১*

ক. রাষ্ট্রের উপাদান কয়টি? ১

খ. আন্তর্জাতিক আইন কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'ক' যেখানে বিলটি উপস্থাপন করেন তা আইনের কোন ধরনের উৎস? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. 'উক্ত উৎসটি ছাড়াও আইনের আরো উৎস আছে'— বক্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের উপাদান ৪টি।

[নোট: চারটি উপাদান হলো— জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব।]

খ এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক রক্ষার জন্য যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয়, তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে।

বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সাথে কেমন আচরণ করবে, এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের সাথে কেমন ব্যবহার করবে, কীভাবে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান করা হবে তা আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়।

গ উদ্দীপকের জনাব 'ক' যেখানে বিলটি উত্থাপন করেন তা হলো আধুনিক আইনের প্রধান উৎস আইনসভা।

উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'ক' জাতীয় সংসদে সাইবার অপরাধ রোধ করার জন্য বিল উপস্থাপন করেন। জাতীয় সংসদ হলো বাংলাদেশের আইনসভা। এ হিসেবে বলা যায় জনাব 'ক' তার বিলটি আইনসভায় উপস্থাপন করেন।

আইনের প্রধানত ছয়টি উৎস রয়েছে। যথা- প্রথা, ধর্ম, আইনবিদদের গ্রন্থ, বিচারকের রায়, ন্যায়বোধ ও আইনসভা। এ উৎসগুলোর মধ্যে আইনের শ্রেষ্ঠতম ও বৃহত্তম উৎস আইনসভা। প্রত্যেক রাষ্ট্রের আইনসভা অবস্থা ও সময়ের প্রেক্ষিতে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করে এবং প্রয়োজনবোধে আইনের রদবদল ও সংশোধন করে পুরাতন আইনকে যুগোপযোগী করে তোলে। তবে আইনসভার সদস্যগণ জনমতের সাথে সংগতি রেখে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে আইন প্রণয়ন করে। গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঘ 'উক্ত উৎসটি অর্থাৎ আইনসভা ছাড়াও আইনের আরো উৎস আছে'— বক্তব্যটি সম্পূর্ণরূপে সঠিক।

উদ্দীপকে আইনের একটি অন্যতম উৎস আইনসভার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে আইনসভা ছাড়াও আইনের আরো অনেকগুলো উৎস রয়েছে। যেমন: প্রথা, ধর্ম, আইনবিদদের গ্রন্থ, বিচারকের রায়, ন্যায়বোধ প্রভৃতি।

প্রথা আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। প্রত্যেক সমাজে প্রচলিত অনেক রীতি-নীতি থাকে। রাষ্ট্র সংগঠনের সময় এসব প্রচলিত প্রথা স্বীকৃতি লাভ করে আইনে পরিণত হয়। ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মগ্রন্থ আইনের অন্যতম উৎস। সকল ধর্মের কিছু অনুশাসন রয়েছে, যা ঐ ধর্মের অনুসারীরা মেনে চলে। এসব ধর্মীয় অনুশাসনের অনেক কিছুই পরবর্তীতে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভের মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়। বিচারকরা কোনো মামলার বিচারকার্য সম্পাদন করতে গিয়ে আইন সংক্রান্ত কোনো সমস্যায় পড়লে তা সমাধানের জন্যে আইনবিশারদদের বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে এসব আইন ব্যাখ্যা করেন, যা পরবর্তীতে আইনে পরিণত হয়। আদালতে এমন অনেক মামলা উত্থাপিত হয়, যা সমাধানের জন্যে অনেক সময় কোনো আইন বিদ্যমান থাকে না। সে অবস্থায় বিচারকরা তাদের ন্যায়বোধ বা বিবেক দ্বারা উক্ত মামলার বিচার কাজ সম্পাদন করেন এবং তা পরবর্তীতে আইনে পরিণত হয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয়, আইনসভা ছাড়াও আইনের আরো অনেক উৎস রয়েছে— উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶৩ জনাব জাকির সাহেব বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের একজন বিচারক। তিনি এক আসামির সাজা নির্ধারণের সময় প্রচলিত আইনের সাথে মিল না পেয়ে নিজের প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সাজা নির্ধারণ করেন। *◀ শিখনফল-১ [ঝিকরগাছা এম. এল. মডেল হাই স্কুল, যশোর]*

ক. আইন কী? ১

খ. অর্থনৈতিক সাম্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের বিচারক আইনের যে উৎসের সহায়তা নিয়েছেন তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত উৎসই কি আইনের একমাত্র উৎস? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন বলতে সমাজ স্বীকৃত ও রাষ্ট্র অনুমোদিত নিয়মকানুনকে বোঝায়, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ অর্থনৈতিক সাম্য বলতে বোঝায়— জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সব নাগরিককে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যোগ্যতা অনুযায়ী সমানভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া।

যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেকের কাজ করার ও ন্যায্য মজুরি পাওয়ার সুযোগকে অর্থনৈতিক সাম্য বলে। বেকারত্ব থেকে মুক্তি, বৈধ পেশা গ্রহণ ইত্যাদি অর্থনৈতিক সাম্যের অন্তর্ভুক্ত। অর্থনৈতিক সাম্য ছাড়া সামাজিক বা রাজনৈতিক সাম্য অর্থহীন।

গ উদ্দীপকের বিচারক জনাব জাকির সাহেব বিচার কাজের ক্ষেত্রে আইনের উৎস হিসেবে 'বিচারকের রায়' এর সহায়তা নিয়েছেন।

বিচারকের রায় আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিচারকরা সাধারণত দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে বিচার করেন। আদালতে উত্থাপিত মামলার বিচার কাজ সম্পাদন করার জন্য প্রচলিত আইন অস্পষ্ট হলে বিচারকরা তাদের প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নতুন আইন তৈরি করে উক্ত মামলার রায় দেন এবং প্রয়োজনবোধে ঐ আইনের ব্যাখ্যা দেন। পরবর্তীকালে অন্যান্য বিচারক সেসব রায় অনুসরণ করে বিচার করেন। এভাবে বিচারকের রায় আইনে পরিণত হয়। যেমন: যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের সাবেক দুই প্রধান বিচারপতি জন মার্শাল (John Marshall) ও চার্লস হিউজেস (Charles Evans Hughes) বহু নতুন আইন সৃষ্টি করেছেন।

উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে, জনাব জাকির সাহেব বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের একজন বিচারক। তিনি এক আসামির সাজা নির্ধারণের সময় প্রচলিত আইনের সাথে মিল না পেয়ে নিজের প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে সাজা নির্ধারণ করেন। এক্ষেত্রে আইনের উৎস হিসেবে বিচারকের রায়ের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

ঘ না, 'বিচারকের রায়' আইনের একমাত্র উৎস নয়। বিচারকের রায় ছাড়াও আইনের আরও কতগুলো উৎস রয়েছে।

উদ্দীপকে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক আইন ছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি আইন রয়েছে। ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য যেসব আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয়, তাকে সরকারি আইন বলে। সরকারি আইনকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— ফৌজদারি আইন ও দণ্ডবিধি, প্রশাসনিক আইন, সাংবিধানিক আইন। ফৌজদারি আইন ও দণ্ডবিধি রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের কাজ পরিচালনার জন্য প্রণয়ন করা হয়। কোনো কারণে ব্যক্তির অধিকার ভঙ্গ হলে এ আইনের সাহায্যে তার অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশাসনিক আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজ পরিচালিত হয়। সাংবিধানিক আইন রাষ্ট্রের সংবিধানে উল্লেখ থাকে। এ আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। অন্যদিকে, ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক রক্ষার জন্য যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয়, তাকে বেসরকারি আইন বলে। যেমন— চুক্তি ও দলিল সংক্রান্ত আইন। এ ধরনের আইন সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয়, বিচারকের রায়ই আইনের একমাত্র উৎস নয়। এছাড়াও আইনের আরো অনেক উৎস রয়েছে।

প্রশ্ন ▶৪ সুমী ও মুক্তা দুই বোন। তারা উভয়ে একাদশ শ্রেণিতে পড়ে। শিক্ষক স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। সুমী জিজ্ঞাসা করল, স্বাধীনতা আছে বলে মানুষ কি যা খুশি তাই করতে পারে? তা যদি হয়, তাহলে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হবে। মুক্তা বলল, সুমীর কথা ঠিক। তবে স্বাধীনতা বলতে খুশিমত কাজ করাকে বোঝায়, যদি তা অন্যের কোনোরূপ স্বাধীনতা খর্ব না করে। শিক্ষক তাদের উভয়ের মতকে সমর্থন করলেন এবং বললেন, মানুষের বিভিন্ন দিকের উন্নয়ন ও বিকাশ স্বাধীনতা দ্বারা সুরক্ষিত হয়। *◀ শিখনফল-৩*

ক. স্বাধীনতার সংজ্ঞা দাও। ১

খ. স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ বর্ণনা করো। ২
গ. সুমীর মতে স্বাধীনতা যাতে স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত না হয়, সেজন্য কী কী রক্ষাকবচ থাকা দরকার? ৩
ঘ. 'মানুষের বিভিন্ন দিকের উন্নয়ন ও বিকাশ স্বাধীনতার দ্বারা সুরক্ষিত'— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক অপরের অধিকার বা স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে স্বীয় ইচ্ছেমতো কাজ করার অধিকারকেই বলা হয় স্বাধীনতা।

খ স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপগুলো হলো- ব্যক্তি স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতা।

সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ ব্যক্তিগতভাবে আইন অনুমোদিত যে স্বাধীনতা ভোগ করে তাকেই সামাজিক স্বাধীনতা বলে। আবার রাষ্ট্রীয় শাসনকাজে অংশগ্রহণের নিমিত্তে যে স্বাধীনতা মানুষ ভোগ করে তাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা। যেমন— ভোট প্রদানের স্বাধীনতা। এছাড়াও মানুষ প্রাকৃতিক, ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক, জাতীয় প্রভৃতি স্বাধীনতা ভোগ করে।

গ উদ্দীপকের সুমীর মতে, স্বাধীনতা যাতে স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত না হয় সেজন্য স্বাধীনতার একাধিক রক্ষাকবচ থাকা দরকার।

স্বাধীনতাকে যে বিষয়গুলো রক্ষা করে তাই স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। আইন স্বাধীনতার অন্যতম শর্ত ও সহায়ক শক্তি এবং প্রধান রক্ষাকবচ। আইনবিহীন সমাজে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। এজন্য লক বলেছেন- 'যেখানে আইন নেই, সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না'। গণতন্ত্র স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসন ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকায় তা জনস্বার্থে পরিচালিত হবে। এই শাসনব্যবস্থায় জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যম জনমত গঠনে সহায়তা করে। এ কারণে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ, নিবন্ধ, আলোচনা, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের স্বাধীনতা হরণকারী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর দূরভিসন্ধিমূলক কার্যক্রমকে তুলে ধরা হয়। এছাড়াও আইনের অনুশাসন, দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা, ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ, স্বাধীন বিচার বিভাগ, শিক্ষার প্রসার, সরকার ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক, সদা সতর্ক জনমত, সৎ ও সুনির্দিষ্ট নেতৃত্ব ইত্যাদি স্বাধীনতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ মানুষের বিভিন্ন দিকের উন্নয়ন ও বিকাশ স্বাধীনতার দ্বারা সুরক্ষিত— উক্তিটি যথার্থ।

স্বাধীনতা আছে বলেই ব্যক্তি তার উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়। স্বাধীনতাবিহীন ব্যক্তি সত্ত্বার উন্নয়ন ও বিকাশ সম্ভব নয়। একারণেই মানুষের বিভিন্ন দিকের উন্নয়ন ও বিকাশ স্বাধীনতার দ্বারা সুরক্ষিত। স্বাধীনতা হলো অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে নিজের অধিকার পূর্ণভাবে ভোগ করা। ব্যক্তি সমাজ বা রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে এ স্বাধীনতা ভোগ করে। এই স্বাধীনতাগুলোই তার উন্নয়ন ও বিকাশে সহায়ক হয়।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটাতে পারে। আবার সামাজিক স্বাধীনতার মাধ্যমেও ব্যক্তি নিজের উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটাতে পারে। সামাজিক স্বাধীনতা সভ্য জীবনযাপন যেকোনো ব্যক্তির উন্নয়ন ও বিকাশে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার বলেই ব্যক্তি রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে যা তার মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দেয়। ফলে সে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে নিজের বিভিন্ন দিকের উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলতে ব্যক্তির জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকারকে বোঝায়। ব্যক্তি যখন জীবনধারণের অধিকার পূর্ণমাত্রায় ভোগ করবে তখন তার মধ্যে নৈতিক অবনতির সম্ভাবনা কম থাকবে। যা ব্যক্তির উন্নয়ন ও বিকাশে সহায়ক হবে।

উপরের আলোচনা শেষে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ব্যক্তির বিভিন্ন দিকের উন্নয়ন ও বিকাশ স্বাধীনতার দ্বারা সুরক্ষিত।

প্রশ্ন ▶ ৫ গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক স্বাধীন হলেও ইলোরা ও তার পরিবারের ক্ষেত্রে দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। গত নির্বাচনে এলাকার প্রভাবশালী প্রার্থীর কারণে স্বাধীনভাবে ভোট প্রদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তারা। সন্ত্রাসীদের ভয়ে ইলোরার পরিবারের প্রত্যেকটি ব্যক্তির স্বাধীনভাবে চলা দুষ্কর হয়ে পড়ে। ইলোরার পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষী একজন গোপনে এ ব্যাপারে আইনের সহায়তা চাইলে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং তাদেরকে স্বাধীনভাবে চলার সুযোগ তৈরি করে দেয়। ইলোরার পরিবারের কাছে মনে হলো দেশে আইন রয়েছে বলেই মানুষ স্বাধীনতাকে উপভোগ করতে পারছে। ◀ *শিখনফল-৩*

ক. অর্থনৈতিক সাম্য কাকে বলে? ১
খ. সাম্য প্রতিষ্ঠা কেন প্রয়োজন? ২
গ. উদ্দীপকে ইলোরা ও তার পরিবার কোন ধরনের স্বাধীনতা উপভোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ইলোরার পরিবারের মতামতের সাথে তুমি কি একমত? পাঠ্যবইয়ের আলোকে যুক্তি উপস্থাপন করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেকের কাজ করার ও ন্যায্য মজুরি পাওয়ার সুযোগকে অর্থনৈতিক সাম্য বলে।

খ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্য প্রয়োজন।

সাম্য বলতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ ইত্যাদি নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুযায়ী সবার সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করাকে বোঝায়। মানুষের বিভিন্নমুখী বিকাশ সাধনের জন্য বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা বা সাম্যের প্রয়োজন। সমাজে বা রাষ্ট্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজের সকলের অধিকার নিশ্চিত হবে ও স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

গ উদ্দীপকে ইলোরা ও তার পরিবার রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় শাসনকার্যে অংশগ্রহণের নিমিত্তে যে স্বাধীনতা মানুষ ভোগ করে তাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা। আধুনিক গণতন্ত্রের যুগে বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকরাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। ভোটদান, নির্বাচিত হওয়া, বিদেশে অবস্থানকালীন নিরাপত্তা লাভ ইত্যাদি নাগরিকের রাজনৈতিক স্বাধীনতা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনগণ যদি সঠিক বিচার বিশ্লেষণ করে তার পছন্দনীয় প্রার্থীকে নির্বাচন করতে ব্যর্থ হয় অর্থাৎ যদি নাগরিক তার রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তবে সে শাসনব্যবস্থায় অরাজকতা দেখা দেবে।

উদ্দীপকের ইলোরার ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই, দেশের প্রতিটি নাগরিক স্বাধীন হলেও ইলোরা ও তার পরিবার স্বাধীনভাবে ভোট প্রদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত। এর মাধ্যমে তারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারায়।

ঘ আইন আছে বলেই মানুষ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারছে— ইলোরার পরিবারের এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, পুলিশ প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে ইলোরাদের সংকটপূর্ণ অবস্থার অবসান ঘটে এবং তারা স্বাধীনভাবে বসবাসের সুযোগ পায়। এর ফলে তাদের মনে হলো, দেশে আইন রয়েছে বলেই মানুষ স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারছে। তাদের ধারণা সম্পূর্ণভাবে সঠিক কেননা, আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আইন স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে কাজ করে।

আইন স্বাধীনতার অভিভাবক হিসেবেও কাজ করে। মা-বাবা যেমন সন্তানদের সকল বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে, ঠিক তেমনি আইন সর্বপ্রকার অশুভ শক্তিকে মোকাবিলা করে স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। আইনের নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই আমরা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারি। আইন নাগরিকের স্বাধীনতাকেও প্রসারিত করে। সুন্দর শান্তিময় ও সুষ্ঠু জীবনযাপনের জন্য যা প্রয়োজন তা আইনের দ্বারা সৃষ্টি। এসব কাজ করতে গিয়ে যদিও আইন স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু বাস্তবে স্বাধীনতা তাতে সম্প্রসারিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, আইন আছে বলেই স্বাধীনতা উপভোগ করা যায়। সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারগুলো সংরক্ষণের ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক আইন রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে বলে সম্ভাব্য যে কোনো হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। ফলে স্বাধীনতা রক্ষা পায়।

প্রশ্ন ▶ ৬ মধ্যপ্রাচ্যের ইয়েমেনে বাংলাদেশি শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও বেতন কাঠামোর দিক থেকে অন্যান্য দেশের তুলনায় যথেষ্ট নয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিবাসী শ্রমিকদের বেতন মজুরি কাঠামোভিত্তিক হলেও বাংলাদেশি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে অকার্যকর। একই মানের কাজ করেও বাংলাদেশের রাজিয়া বেগম ফিলিপাইনের অ্যালান মেরির চেয়ে অনেক কম মজুরি আয় করেন। রাজিয়া বেগম মনে করেন আইনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে এ ধরনের বেতন বৈষম্য দূর করা সম্ভব। ◀ *শিখনফল-৫*

ক. স্বাধীনতা কী? ১

খ. আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্কের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজিয়া বেগমের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে পৌরনীতির কোন বিষয়টি ভূমিকা পালন করতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাজিয়া বেগমের বেতন বৈষম্য দূরীকরণ সম্ভব হলে কোন ধরনের সাম্য নিশ্চিত হতে পারে বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাধীনতা হলো এমন সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ যেখানে কেউ কারও ক্ষতি না করে সকলেই নিজের অধিকার উপভোগ করে।

খ আইন স্বাধীনতার রক্ষক ও অভিভাবক হিসেবে কাজ করে এবং স্বাধীনতার শর্ত এবং তা স্বাধীনতা সম্প্রসারণে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অনেকের মতে, আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। আবার কেউ কেউ মনে করেন, আইন ও স্বাধীনতা পরস্পরবিরোধী। প্রকৃতপক্ষে আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক বিরোধপূর্ণ নয়, ঘনিষ্ঠ।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজিয়া বেগমের উক্ত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে পৌরনীতির যে বিষয়টি ভূমিকা পালন করতে পারে তা হলো সাম্য।

সাম্যের সাধারণ অর্থ হচ্ছে পরস্পর সমতা ও অভিন্নতা। প্রকৃত অর্থে সাম্য বলতে এমন এক সামাজিক পরিবেশকে বোঝায়, যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবাই সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করে এবং সে সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে নিজ নিজ মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে। উদ্দীপকের রাজিয়া বেগমের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, মধ্যপ্রাচ্যের ইয়েমেনে বাংলাদেশি শ্রমিক রাজিয়া বেগম একই মানের কাজ করেও ফিলিপাইনের অ্যালান মেরির চেয়ে অনেক কম মজুরি আয় করেন। এ ধরনের বৈষম্য দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। কেননা সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে সবাইকে সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সবক্ষেত্রেই সবার সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে সমাজের মানুষে মানুষে বৈষম্য হ্রাস পায়। আর এ কারণেই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে উদ্দীপকের রাজিয়া বেগমের সমস্যার সমাধান ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ঘ রাজিয়া বেগমের বেতন বৈষম্য দূরীকরণ করা সম্ভব হলে অর্থনৈতিক সাম্য নিশ্চিত হতে পারে বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকের রাজিয়া বেগম একই মানের কাজ করেও ফিলিপাইনের অ্যালান মেরির চেয়ে অনেক কম মজুরি আয় করেন। রাজিয়া বেগমের এভাবে কম মজুরি পাওয়ার মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। তার এ বেতন বৈষম্য দূর করা সম্ভব হলে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

অর্থনৈতিক সাম্যের অর্থ সকল সম্পদ সবার মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া নয়। বরং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র সকল মানুষ যখন কাজ করার, ন্যায্য মজুরি পাবার সুবিধা লাভ করে তখন তাকে অর্থনৈতিক সাম্য বলে। অর্থনৈতিক সাম্যের মূল কথা হচ্ছে, যোগ্যতা অনুযায়ী সম্পদ ও সুযোগের বণ্টন। লাস্কির মতে, 'ধন বৈষম্যের সাথে অর্থনৈতিক সাম্য অসঙ্গতিপূর্ণ হবে না' যদি এই বৈষম্য দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। কিন্তু উদ্দীপকের রাজিয়ার ক্ষেত্রে এর বিরপীত অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। তিনি অ্যালান মেরির সমান কাজ করেও অনেক কম মজুরি পান। যার ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই বৈষম্য দূর করা সম্ভব হলে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, রাজিয়া বেগমের বেতন বৈষম্য দূরীকরণ সম্ভব হলে অর্থনৈতিক সাম্য নিশ্চিত হবে।

প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৭ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এদেশে শরণার্থী হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে বাস করছে। সম্প্রতি কক্সবাজার জেলায় বৌদ্ধমন্দিরে সহিংসতা

ঘটানোর পেছনে তাদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমানে মায়ানমারে সংঘটিত জাতিগত দাঙ্গার ফলে আবারও রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনে সরকার আন্তর্জাতিক সাহায্যের জন্য আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে জোর তৎপরতা চালাচ্ছে। ◀ *শিখনফল-১*

ক. সাধারণত আইনকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? ১
খ. ব্যক্তিস্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. কোন আইনের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সাথে মায়ানমারের রোহিঙ্গা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর যে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি এদেশের জাতীয় স্বাধীনতার পথে হুমকিস্বরূপ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত আইনকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

খ ব্যক্তিস্বাধীনতা বলতে এমন স্বাধীনতাকে বোঝায়, যে স্বাধীনতা ভোগ করলে অন্যের কোনো ক্ষতি হয় না। যেমন– ধর্মচর্চা করা ও পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা করা। এ ধরনের স্বাধীনতা ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব বিষয়।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ আন্তর্জাতিক আইনের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ জাতীয় স্বাধীনতার ধারণাটি বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶৮ নিচের ছকটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

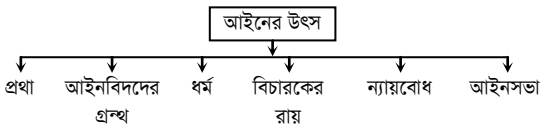

◀ *শিখনফল-১ [টিজ্জী পাইলট স্কুল এন্ড গার্লস কলেজ]*

ক. কার আইন মানবতাবিরোধী ছিল? ১
খ. স্বাধীনতা বলতে কী বোঝ? ২
গ. প্রচলিত আইন অস্পষ্ট হলে আইনের কোন উৎসের ভিত্তিতে তার রায় দিতে পারেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আধুনিক কালের আইনের প্রধান উৎস কোনটি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক হিটলারের আইন মানবতাবিরোধী ছিল।

খ অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ বা বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাই হলো স্বাধীনতা।

সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলতে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো কাজ করাকে বোঝায়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা বলতে এ ধরনের অবাধ স্বাধীনতা বোঝায় না। কারণ সীমাহীন স্বাধীনতা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তাই পৌরনীতিতে স্বাধীনতা বলতে নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতাকে বোঝায়। স্বাধীনতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে এবং অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বাধা অপসারণ করে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ বিচারকের রায় আইনের অন্যতম উৎস— ব্যাখ্যা করো।

ঘ আধুনিককালে আইনের প্রধান উৎস আইনসভা— বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶৯ জনাব মির্জা আবুল কাশেম তার একমাত্র পুত্র মির্জা আলতাফ ও দুই কন্যা সাদিয়া ও সাহানাকে রেখে মৃত্যুবরণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর সাহানা ও সাদিয়া ভাইয়ের নিকট পিতৃসম্পত্তি দাবি করলে মির্জা আলতাফ বোনদের সম্পত্তি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। সাহানা ও সাদিয়া বাধ্য হয় মামলা করতে। মামলার রায়ে সাহানা ও সাদিয়া তাদের সম্পত্তির অধিকার অর্জন করে। ◀ *শিখনফল-১*

ক. আইনের একটি বৈশিষ্ট্য লেখ। ১
খ. জাতীয় স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সাহানা ও সাদিয়া যে আইন বলে সম্পত্তির অধিকার অর্জন করে সে আইনের উৎস ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত উৎস ছাড়াও আইনের অন্যান্য উৎস আছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো সর্বজনীনতা।

খ একটি রাষ্ট্র অন্য একটি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বমুক্ত থাকলে তাকে জাতীয় স্বাধীনতা বলে।

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র এবং অন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত। বাংলাদেশের এ অবস্থানকে জাতীয় স্বাধীনতা বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বলে। প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্র জাতীয় স্বাধীনতা ভোগ করে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ আইনের অন্যতম উৎস হলো 'ধর্ম'— ব্যাখ্যা করো।

ঘ ধর্মীয় উৎস ছাড়াও আইনের আরও উৎস আছে— বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶১০ শিমুল সাহেব বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি সমাজ বা রাষ্ট্রের কারও ক্ষতি করে না। বরং নিজের ইচ্ছামত চলাফেরা করেন। তিনি নিজের ইচ্ছায় নিজের অধিকারগুলো ভোগ করেন। ◀ *শিখনফল-৪*

ক. আইনের শাসন এর অর্থ কী? ১
খ. ধর্ম কীভাবে আইনের উৎস? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে শিমুল সাহেবের কাজকে পৌরনীতির ভাষায় কী বলা হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাষ্ট্রের আইনের কারণে শিমুল সাহেব এ ধরনের কাজ করতে পারেন— কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইনের শাসনের অর্থ হলো— কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়, সবাই আইনের অধীন।

খ ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মগ্রন্থ আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে কাজ করে।

ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মগ্রন্থ সমাজজীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করে। এসব অনুশাসনের অনেক কিছুই পরবর্তীকালে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভের মাধ্যমে ধর্মীয় আইনের উৎসে পরিণত হয়। যেমন– মুসলিম আইন, হিন্দু আইন প্রভৃতি। আমাদের দেশের পারিবারিক ও সম্পত্তি আইনের অনেকগুলো আইন উল্লিখিত ধর্ম থেকে এসেছে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ স্বাধীনতা বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো।

ঘ আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক মূল্যায়ন করো।

প্রশ্ন ▶১১ মধ্যপ্রাচ্যের দেশ জর্ডানে ন্যায্য মজুরির দাবিতে বাংলাদেশি শ্রমিক বিক্ষোভ করলে জর্ডান পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে। জর্ডান সরকার প্রবাসীদের ন্যূনতম মজুরি ১৫০০০ টাকা করে দিলেও বাংলাদেশি শ্রমিকরা এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। এদেশের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয় ১১০০০ টাকা। সমান কাজ করেও সমান পারিশ্রমিক না পাওয়ার দাবিতে বাংলাদেশি শ্রমিকরা আন্দোলন করে এবং এ ব্যাপারে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাহায্য কামনা করে। *◀ শিখনফল-৫*

ক. কীসের দ্বারা শাসক ও শাসিতের সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়? ১

খ. সাম্য ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জর্ডানে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিকরা কোন ধরনের সাম্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে বিষয়টির ধারণা দেওয়া হয়েছে পৌরনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে তার অর্থ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইনের দ্বারা শাসক ও শাসিতের সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

খ সাম্য বলতে যোগ্যতা অনুসারে সকলের সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করাকে বোঝানো হয়।

সাম্যের অর্থ সমান। শব্দগত অর্থে সাম্য বলতে সমাজে সবার সমান মর্যাদাকে বোঝায়। কিন্তু সমাজে সবাই সমান নয় এবং সবাই সমান যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। প্রকৃত অর্থে সাম্য বলতে এমন এক সামাজিক পরিবেশকে বোঝায় যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করে এবং সে সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে সকলে নিজ নিজ দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারে, যেখানে কারও জন্য কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নেই।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ অর্থনৈতিক সাম্য ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ সাম্যের অর্থ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶১২ রোকন ও মুনা যশোর জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। ঢাকায় সব ধরনের নাগরিক সুবিধা পাওয়া যায় বলে তারা বদলি হয়ে ঢাকায় আসতে চায়। রোকনের সব যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ঢাকায় বদলি হতে পারেনি। কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে মুনা শেষ পর্যন্ত ঢাকায় বদলি হয়ে এলো। *◀ শিখনফল-৬*

ক. ব্যক্তিগত সাম্য কী? ১

খ. সাম্য ও স্বাধীনতা কীভাবে সম্পর্কযুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও রোকনের ঢাকায় বদলি হতে না পারার কারণ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. রোকনের কর্মক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলেই সে বদলি হওয়ার স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেনি— বিশ্লেষণ কর। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও বংশ-মর্যাদা নির্বিশেষে মানুষে মানুষে কোনো ধরনের ভেদাভেদ না করাকে ব্যক্তিগত সাম্য বলে।

খ সাম্য ও স্বাধীনতার মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর পরিপূরক। সাম্য নিশ্চিত করার জন্য স্বাধীনতা প্রয়োজন। স্বাধীনতার শর্ত পূরণ না হলে সমাজ ও রাষ্ট্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। আবার স্বাধীনতাকে যথাযথভাবে ভোগ করতে চাইলে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অর্থাৎ স্বাধীনতা ছাড়া সাম্যভিত্তিক সমাজ গঠন করা সম্ভব হবে না। সাম্যই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলে। এককথায় বলা যায়, সাম্য মানেই স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা মানেই সাম্য।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ সাম্যের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক বর্ণনা কর।

➤ অনুশীলনের জন্য আরও প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶১৩ জনাব রইস উদ্দিন একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারপতি। তিনি যেসব আইন প্রয়োগ করেন, তার অনেকটা রাষ্ট্রীয় প্রথার উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া তিনি মুসলিম ও হিন্দু আইনগুলোও অনুসরণ করেন। তিনি বিচার কাজে কোনো সমস্যায় পড়লে অধ্যাপক ডাইসির 'ল অব দ্যা কনস্টিটিউশন' সহ অন্যান্য আইনবিদদের গ্রন্থের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এছাড়া তিনি পূর্ববর্তী বিচারকের রায় অনুসরণ করেন। তিনি আইনসভা কর্তৃক প্রণীত নতুন আইন সম্পর্কেও সজাগ দৃষ্টি রাখেন। *◀ শিখনফল-১ [নরসিংদী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*

ক. "কমেনটরিজ অন দ্যা লজ অব ইংল্যান্ড"— গ্রন্থটি কার রচনা? ১

খ. সাম্য ও স্বাধীনতা গণতন্ত্রের ভিত্তিরূপে কীভাবে কাজ করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব রইস উদ্দিন আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেন সেগুলোকে কী বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নাগরিক জীবনে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জনাব রইস উদ্দিনের বিভাগটির অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন ▶১৪ শিপন তার বন্ধুর সাথে গ্রামে বেড়াতে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে কিছু মানুষ দালানে বাস করছে, আর কিছু মানুষ খোলা আকাশের নিচে বাস করছে। সন্ধ্যাবেলা বন্ধুদের বাড়িতে গানের আসর বসলে সেখানেও একই অবস্থা দেখা যায়। কিছু মানুষ চেয়ারে এবং কিছু মানুষ মাটিতে বসে আছে। সবকিছু দেখে শিপন তার বন্ধুকে বলল, এ বৈষম্যের কারণেই আজ তোদের গ্রামের এই করুণ দশা। *◀ শিখনফল-৫*

ক. 'যেখানে আইন নেই, সেখানে স্বাধীনতা নেই'— কার উক্তি? ১

খ. স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. শিপনের বন্ধুর গ্রামের করুণ দশার জন্য কোনটিকে দায়ী বলে মনে করো? তার স্বরূপ তুলে ধরো। ৩

ঘ. "মানুষের সাম্যের মানসিকতা উন্নয়নে চাবিকাঠি"— উদ্দীপক ও পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্তিটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

নিজেকে যাচাই করি

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়: ৩০ মিনিট; মান-৩০

১. রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক রক্ষার জন্য যে আইন প্রণয়ন করা হয় তাকে কী বলে?
ক সরকারি আইন খ বেসরকারি আইন
গ সামরিক আইন ঘ আন্তর্জাতিক আইন

২. বিদেশে অবস্থানকালে নিরাপত্তা লাভ কোন ধরনের স্বাধীনতা?
ক সামাজিক স্বাধীনতা খ রাজনৈতিক স্বাধীনতা
গ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ঘ জাতীয় স্বাধীনতা

৩. সাম্য কয় প্রকার?
ক চার খ ছয়
গ আট ঘ দশ

৪. আইন ব্যক্তির কী হিসেবে কাজ করে?
ক রক্ষক খ ভক্ষক
গ পথ প্রদর্শক ঘ পরামর্শক

৫. সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি আইনের দৃষ্টিতে সমান-এ থেকে কী প্রমাণিত হয়?
ক আইন সর্বজনীন
খ আইন ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষক
গ আইন নিয়মকানুনের সমষ্টি
ঘ আইন বাহ্যিক আচরণের সাথে যুক্ত

৬. আইনকে ব্যক্তিস্বাধীনতার ভিত্তি বলা হয় কেন?
ক আইন রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হয় বলে
খ ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে কাজ করে বলে
গ আইন সর্বজনীন বলে
ঘ আইন সমানভাবে প্রযোজ্য বলে

৭. আইনের মূল উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করলে কী পাওয়া যায়?
ক সাম্য সৃষ্টি খ স্বাধীনতা রক্ষা
গ সমাজ নিয়ন্ত্রণ ঘ শাস্তি প্রদান

৮. Liberty কোন শব্দ থেকে এসেছে?
ক গ্রিক খ ফরাসি
গ জার্মানি ঘ ল্যাটিন

৯. ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে ধরনের বিষয় আইনের উৎস—
i. ধর্মীয় বিশ্বাস
ii. ধর্মীয় অনুশাসন
iii. ধর্মীয় গ্রন্থ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. আইন বলতে বোঝায়—
i. সমাজ স্বীকৃত নিয়ম-কানুনকে
ii. রাষ্ট্র অনুমোদিত নিয়ম-কানুনকে
iii. ব্যক্তিগতভাবে অনুমোদিত নিয়ম-কানুনকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১১. আইন ও স্বাধীনতা সম্পর্কে বলা যায়—
i. স্বাধীনতা আইনের শর্ত
ii. আইন স্বাধীনতাকে সম্প্রসারিত করে
iii. আইন স্বাধীনতার রক্ষক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. আইনের শাসনের প্রাধান্য থাকলে সরকার এবং জনগণ—
i. ক্ষমতার অপব্যবহার করবে
ii. আইনের বিধান মেনে চলবে
iii. জবাবদিহিতা বজায় থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মালেক ও ছালেক দুই ভাই। মালেক শিক্ষকতা করে এবং রাষ্ট্রের আইন মেনে সকলের সাথে মিলেমিশে চলে। তিনি একজন ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত। পক্ষান্তরে, ছালেকের সাথে কুখ্যাত সন্ত্রাসী লুলা কালামের বন্ধুত্ব। ছালেক নারী পাচারসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসমূলক কাজের সাথে জড়িত।

১৩. মালেক কেন সমাজের ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত?
ক আইন মান্য করে এবং সবার সাথে মিলিমিশে চলে
খ শিক্ষকতা করার কারণে
গ ছালেকের ভাই হিসেবে
ঘ ওপরের সবকটি

১৪. ছালেক কেন সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত?
ক কালামের সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য
খ অশিক্ষিত হওয়ার কারণে
গ সন্ত্রাসের মতো দেখতে বলে
ঘ বেআইনি ও সন্ত্রাসমূলক কাজ করার জন্য

১৫. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নারী-পুরুষ, ধনী দরিদ্র সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কোনটি?
ক সরকার খ আইন
গ ধর্মগ্রন্থ ঘ প্রথা

১৬. আইনের দ্বারা সম্পর্ক নির্ধারিত হয়—
i. ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির
ii. ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের
iii. রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭. রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন আইন প্রণয়ন করা হয়?
ক সাংবিধানিক আইন খ বেসরকারি আইন
গ ফৌজদারি আইন ঘ প্রশাসনিক আইন

১৮. আইনের উৎস কয়টি?
ক ৪টি খ ৫টি
গ ৬টি ঘ ৭টি

১৯. একটি রাষ্ট্রে আইনের শাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। আইনের শাসনের অভাবে রাষ্ট্রে দেখা দেয়—
i. অরাজকতা
ii. মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা
iii. নাগরিক স্বাধীনতার লঙ্ঘন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. আইন থাকলেই অধিকার থাকে না; যদি সে আইনের প্রতি সকলের আনুগত্য ও শ্রদ্ধাবোধ না থাকে। অধিকার ভোগ করার জন্য তাই অপরিহার্য—
ক সরকারের সচেতনতা
খ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাকরণ
গ রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি ঘোষণা
ঘ আর্থসামাজিক উন্নয়ন

২১. সমাজে কখন অনাচার-অরাজকতা সৃষ্টি হয়?
ক আইনের শাসন থাকলে
খ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে
গ স্বাধীনতা না থাকলে
ঘ আইন না থাকলে

২২. আইনের শাসন অপরিহার্য কারণ এটি—
i. নাগরিক অধিকার
ii. সামাজিক অধিকার iii. গণতান্ত্রিক অধিকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৩. আইন মান্য করা নাগরিকের—
ক অধিকার খ শর্ত
গ দাবি ঘ কর্তব্য

২৪. জাতীয় স্বাধীনতা বলতে কোন স্বাধীনতাকে বোঝায়?
ক প্রাকৃতিক স্বাধীনতা
খ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা
গ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা
ঘ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা

২৫. স্বাধীনতা ব্যক্তির—
i. সামাজিকীকরণে সহায়তা করে
ii. ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে
iii. অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বাধা অপসারণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সীমা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোট দিতে গেলে তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। এতে সে ভোট না দিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। তবে আইন রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় সে পুনরায় ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেয়। হুমকিদাতাকে গ্রেফতার করা হয়।

২৬. যে ধরনের প্রাণনাশের হুমকিতে সীমা ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকে, তাতে তার কোন স্বাধীনতা খর্ব হয়?
ক রাজনৈতিক স্বাধীনতা
খ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা
গ ব্যক্তি স্বাধীনতা
ঘ সামাজিক স্বাধীনতা

২৭. হুমকিদাতা আইন রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়। এতে ঐ সমাজের যে দিকটির পরিচয় পাওয়া যায়-
ক সামাজিক প্রথা খ আইনের শাসন
গ সমাজতন্ত্র ঘ বিশৃঙ্খলা

২৮. স্বাধীনতার কথা কল্পনা করা যায় না কোনটি ছাড়া?
ক আইন খ সাম্য
গ প্রথা ঘ গণতন্ত্র

২৯. মিঠুর সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য নেই। এতে তার সমাজের যে চিত্রটি দেখা যায়—
i. বেকারত্ব
ii. সামাজিক নিরাপত্তা
iii. অবৈধ পেশা গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. সাম্যের রূপের অন্তর্ভুক্ত—
i. সামাজিক সাম্য ii. অর্থনৈতিক সাম্য
iii. ব্যক্তিগত সাম্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; মান-৭০

১.▶ দরিদ্র কৃষক গণি মিয়ার মেয়ে রত্নাকে স্কুলে আসা যাওয়ার পথে চেয়ারম্যানের ছেলে মন্টু উত্যক্ত করে। গণি মিয়া চেয়ারম্যানের কাছে বিষয়টির প্রতিকার চাইলে তিনি উল্টো গণি মিয়ার মেয়েকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তাকে শাস্তি প্রদান করেন।

ক. সাম্য শব্দের অর্থ কী? ১
খ. সাম্য ও স্বাধীনতার একটি সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২
গ. গণি মিয়া ও তার মেয়ের বিচার না পাওয়া গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কোন বিষয়ের অনুপস্থিতিকে ইঙ্গিত করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মন্টু রত্নার যে স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছে, নাগরিক জীবনকে বিকশিত করতে এর ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

২.▶ সহপাঠী ইমন ও সুমন পাঠ্যবইয়ের একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল যা আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জড়িত। এটি ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং জনকল্যাণে অপরিহার্য। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের এ বিষয়ের জ্ঞান থাকলে কেউ কারো অধিকার ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না।

ক. "Law is the passionless reason"— উক্তিটি কার? ১
খ. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের আলোচনায় পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টি ফুঁটে উঠেছে? এর বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টির সাথে স্বাধীনতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ 'X' জেলার বিচারক জামান সাহেব একটি মামলার বিচারকার্য সম্পাদন করতে গিয়ে আইনসংক্রান্ত সমস্যায় পড়েন। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি আইনবিশারদদের গ্রন্থের সাহায্য নেন এবং উক্ত মামলার রায় প্রদান করেন। এছাড়া তিনি অন্য একটি মামলার রায় প্রদানের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন অস্পষ্ট থাকার কারণে নিজের প্রজ্ঞা ও বিচারবুদ্ধির আলোকে সাজা বলবৎ করেন।

ক. রাষ্ট্রীয় কাজে সবার অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা কোন ধরনের সাম্য? ১
খ. স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে আইনের কোন ধরনের উৎসের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত উৎসগুলোই কি আইন তৈরির জন্য যথেষ্ট? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪.▶ সফিক এবং মুনীয়া পৌরনীতি ক্লাসের পূর্বে আইন সম্পর্কে আলোচনা করছে। সফিক: মুনীয়া তুমি কি জান, টিপাইমুখ বাঁধ বন্ধের দাবিতে এবং নরসিংদীর মেয়র লোকমান হোসেনের হত্যা মামলায় একই আইনের প্রয়োগ হবে না?

মুনীয়া: তুমি ঠিক বলেছ সফিক, প্রয়োগক্ষেত্রে আইনের যেমন ভিন্নতা রয়েছে তদ্রুপ একক কোনো উৎস থেকেও এ সকল আইনের উদ্ভব হয়নি।

ক. রাষ্ট্র সৃষ্টির আগে কীসের মাধ্যমে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা হতো? ১
খ. প্রথা থেকে কীভাবে আইনের উৎপত্তি হয়? ২
গ. উদ্দীপকে সফিকের উল্লিখিত দুটি ঘটনার ক্ষেত্রে কেন একই আইনের প্রয়োগ হবে না? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মুনীয়ার বক্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৫.▶ ফতোয়ার ভিত্তিতে বিচার করে শাস্তি প্রদানকে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। গ্রাম্য মাতব্বর কিংবা প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ফতোয়ার দোহাই দিয়ে অনেক দোষী বা নির্দোষ ব্যক্তিকে এমন ভয়ানক শাস্তি প্রদান করে থাকে যার ফলে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এমনকি অনেক সময় তারা মৃত্যুবরণ করে অথবা মৃত্যুকে বেছে নেয়। এটি মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।

ক. কোনটি নাগরিকের স্বাধীনতা সম্প্রসারিত করে? ১
খ. সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর নির্ভরশীল কেন? ২
গ. উদ্দীপকের ফতোয়া জারি আইনের কোন ধরনের উৎস? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ফতোয়া সম্পর্কিত হাইকোর্টের দেওয়া রায়কে তুমি কতটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করো? বিশ্লেষণ করো ৪

৬.▶ জনাব জাহিদ একটি কমিশনের প্রধান। এই কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে মুসলিম বিবাহ বিষয়ক আইন প্রণয়ন করা। তার কমিশন কোরআন ও হাদিসের আলোকে একটি আইনের খসড়া তৈরি করে সংসদে পাঠায় যা পরে আইনে পরিণত হয়।

ক. সরকারি আইন কত প্রকার? ১
খ. স্বাধীনতা বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে জনাব জাহিদ এর কমিশনের আইনের উৎস কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. এছাড়াও আরও অনেক আইনের উৎস থেকে আইন প্রণয়ন করা হয়— কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৭.▶ জনাব রাতুল একজন সংসদ সদস্য। তিনি তার এলাকার ইভটিজিং সমস্যা সমাধানের জন্য সংসদে একটি বিল উত্থাপন করলে বিলটি কণ্ঠভোটে পাশ হয়। মিনহাজ সাহেব ঐ দেশের উচ্চ আদালতের প্রধান। তিনি একটি মামলার অপরাধীর সাজা নির্ধারণের সময় প্রচলিত আইনের সাথে মিল না পেয়ে তার প্রজ্ঞা ও বিচার বুদ্ধির ওপর ভিত্তি করে সাজা নির্ধারণ করেন।

ক. ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বজায় রাখতে কোন আইন প্রয়োজন হয়? ১
খ. সাম্য ও স্বাধীনতা গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব রাতুল যেখানে বিল উত্থাপন করে তা আইনের কোন ধরনের উৎস? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মিনহাজ সাহেবের বিচারিক সিদ্ধান্ত প্রদান পদ্ধতিটি আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস— বিশ্লেষণ কর। ৪

৮.▶ আইন কি স্বাধীনতা রক্ষা করে? রাকিবের এমন প্রশ্নের জবাবে শ্রেণি শিক্ষক বলেন, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইন তৈরি হয়েছে এবং স্বাধীনতাই আইন তৈরিতে সহায়তা করে। তাই আইন ও স্বাধীনতা একে অপরের ভিত্তি রচনা করে।

ক. যুক্তরাজ্যের আইন কীসের ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি? ১
খ. কী কারণে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়োজন? ২
গ. উদ্দীপকের শিক্ষকের জবাবে আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে যে সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে তা তুলে ধর। ৩
ঘ. আইন ও স্বাধীনতা একে অপরের ভিত্তি রচনা করে— তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯.▶ বিভু ও শম্ভু দু'বন্ধু। তারা দুজন ইচ্ছামতো গ্রামে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করে বেড়ায়। কেউ কিছু বললে তারা বলে আমরা স্বাধীন, আমাদের যা ইচ্ছা তাই করব। একথা শুনে গ্রামের একজন শিক্ষক তাদের বললেন— স্বাধীনতা মানে যা খুশি তাই করা নয়। স্বাধীনতা হলো অন্যের কোনো ক্ষতি না হয় এমন কাজ করা। এ স্বাধীনতা শুধু ব্যক্তি জীবন নয় সমাজ জীবনের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে বিদ্যমান।

ক. আইনের শাসনের মূল কথা কী? ১
খ. সামাজিক সাম্য বলতে কী বোঝ? ২
গ. বিভু ও শম্ভুর কর্মকাণ্ড কী কারণে স্বাধীনতার পরিপন্থী? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সামাজিক জীব হিসেবে বিভু ও শম্ভু যেসব ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ নূরজাহান স্কুলে যাওয়ার পথে প্রতিদিন বখাটের দ্বারা উত্যক্ত হয়। সে বিষয়টি তার বাবা-মাকে জানায়। নূরজাহানের পিতা বিষয়টি গ্রামের মাতব্বরদের জানান। গ্রাম্য সালিশে বলা হয় যে, নূরজাহান বেপর্দা হয়ে স্কুলে যায় এবং ছেলেদের সাথে একই স্কুলে লেখাপড়া করে। গ্রাম্য মাতব্বররা বখাটেদের বিচার না করে ফতোয়া জারি করে নূরজাহানকে ২০ ঘা দোররা মারার নির্দেশ দেয়। নূরজাহানের পিতা সুবিচার না পেয়ে থানায় মামলা করেন।

ক. প্রশাসনিক আইন কী? ১
খ. আইন সর্বজনীন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আইনের সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নূরজাহানের পিতার ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৩

ঘ. নূরজাহানের জন্য আইনের অধিকার নিশ্চিত করতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কাঠামোর পরিবর্তন আনতে হবে— ব্যাখ্যা করো। ৪

১১.▶ আমিন সাহেব একজন উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তা। তিনি সবসময় সততার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করেন। তার অফিসে কোনো প্রকার অবৈধ কাজকে তিনি প্রশ্রয় দেন না। কেননা তিনি বিশ্বাস করেন, আইনের অনুশাসন স্বাধীনতা ও সাম্যের সংরক্ষক।

ক. সরকারি আইন কী? ১

খ. আইনের দুটি উৎসের ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. আমিন সাহেবের আইনের অনুশাসন মেনে চলার পিছনে কী কী ধারণা কাজ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আইনের অনুশাসন সম্পর্কে আমিন সাহেবের বিশ্বাসের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

নিজেকে যাচাই করি: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১	ঘ	২	খ	৩	খ	৪	ক	৫	ক	৬	খ	৭	ক	৮	ঘ	৯	গ	১০	ক	১১	গ	১২	খ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	খ
১৬	ঘ	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	খ	২০	খ	২১	ঘ	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	গ	২৫	গ	২৬	ক	২৭	খ	২৮	খ	২৯	খ	৩০	ঘ